সংবাদ

তারিখ : 29 AUG 2017 ... পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

পাঠ্যপুস্তকের হেফাজতিকরণ থেকেই যাচ্ছে

আগামী বছরের পাঠ্য বইয়ে বিষয়বস্তুতে কোন পরিবর্তন আনা হচ্ছে না বলে জানা গেছে। গত সোমবার এ নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। হেফাজতে ইসলামের দাবি অনুযায়ী গত বছর পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা হয় সেগুলোই থাকছে আগামী বছরের পাঠ্যপুস্তকে। বিশেষজ্ঞরা এ পরিবর্তনের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, এতে পাঠ্যপুস্তক হেফাজতিকরণের শিকার হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া বিষয়গুলো পুনঃস্থাপনের দাবি উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু সরকার সে দাবি আমলে নেয়নি। অবশ্য প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের ত্রুটি এবং বিতর্কিত বিষয় পরিমার্জন করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গণমাধ্যমকে বলেছেন, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সব সময়ই কিছুটা ভিন্ন মত থাকে। সবকিছু বিবেচনা করেই সংযোজন-বিয়োজন করা হয়।

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে মতভিন্নতা যে থাকে বা আছে সেটা তো দেখাই যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কোন মতটি সরকার গ্রহণ করবে। আমরা মনে করি, রাষ্ট্র বা সংবিধানের মূল চেতনাকে সমুন্নত করে যে মত সেটাই সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। এ নিয়ে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সরকার যদি শুধু এটা স্মরণে রাখে যে, তারা গণপ্রজাতন্ত্রী এমন একটি দেশের সরকার যে দেশের মূল চেতনা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা– তাহলে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতো না। সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ কোন ধর্মীয় বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার কোন সুযোগ সংবিধানে নেই। ধর্মীয় বিষয়বস্তুর জন্য ধর্মবিষয়ক স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। অথচ হেফাজতে ইসলামের দাবি মেনে সাধারণ বিষয়গুলোতে ধর্মীয় বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বহু মতের মধ্যে সরকারকে স্টেকহোল্ডারদের মতকে প্রাধান্য দিতে হবে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় হেফাজতে ইসলাম স্টেকহোল্ডার নয় বলেই আমরা মনে করি। তারা তাদের কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে থাকুক। তারা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করে না, করতেও আসবে না। তাহলে সাধারণ পাঠ্যপুস্তক নিয়ে তারা কেন নাক গলায়, ডজন ডজন দাবি তোলে– সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে, সরকার কেন তাদের দাবি মেনে শিক্ষার মূল কাঠামোয় গোপনে কুঠারাঘাত করে। বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের হেফাজত বা ধর্মীয় গোষ্ঠী তোষণ নীতি দেখে মনে হয় সরকার কোন ইসলামিক রিপাবলিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এ কারণেই কওমি শিক্ষায় ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করেই সেটাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় উচিত কাজ না করে অনুচিত কাজ করছে সরকার। সরকারের উচিত হচ্ছে, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনের লক্ষ্যে ঢেলে সাজানো। কওমি শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাও জরুরি। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্ধারণে হেফাজতে ইসলাম বা কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর কোন দাবি মানার সুযোগ নেই। হেফাজতের প্ররোচনায় যেসব বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা অবশ্যই বাদ দিতে হবে। সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার কারও অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করলে তার খেসারত দিতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ.
কার্যার্থে/অবগত্যর্থে